"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের বুলবুল পাখি হয়ে সারা দিন জ্ঞানের কথা বলতে থাকো (কচকচ করো, টিকলু টিকলু করো) তাহলে লৌকিক ও পারলৌকিক মাতা-পিতাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - কথায় আছে - "নিজের ভাঙ নিজে পেষাই করলে (অর্থাৎ জ্ঞানের মনন-চিন্তন করলে) নেশা চড়ে" এর অর্থ কি?

*উত্তরঃ - নিজের সামগ্রী নিজে পেষাই করতে থাকা অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ চারদিকে না ঘুরিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করা। একমাত্র বাবা স্মরণে থাকলে নেশা বাড়বে। কিন্তু এতেই দেহ অভিমান বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শরীর একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়, বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসে, তাই নেশা বাড়ে না। যোগে থাকলে তো ব্যথাও কমে যাবে।

*গীতঃ- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে, আর দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এই মানব জনম, ব্যর্থ চলে যায়....

ওম্ শান্তি । এই সব কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে। একে অপরকে বোঝানো হয়। অনেক রকমের মতামত গুরুরা প্রদান করে থাকেন। অনেক ভালো ভালো ভক্তরা কুঠিতে বসে একটি গৌ মুখের ন্যায় কাপড়ের মধ্যে হাত রেখে মালা জপ করতে থাকে। এও হল ফ্যাশন, শেখানো হয়েছে। এবারে বাবা বলেন - এইসব ত্যাগ করো। আত্মাকে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এর জন্য মালা জপ্ করার ব্যাপারই নেই। সবচেয়ে ভালো গান হল শিবায় নমঃ গান। এতেই বোঝানো হয় তুমি হলে মাতা-পিতা । ভগবানকেই রচয়িতা, পিতা বলা হয়। এবারে রচয়িতা বলা হয়, তো তিনি কি রচনা করেছেন ? নিশ্চয়ই সে কথা সবাই বুঝতে পারে যে নতুন দুনিয়ার রচনা করেছেন। গায়নও আছে তুমি মাতা-পিতা আমরা সন্তান তোমার.... তো প্রথম কথা হল - ঈশ্বর হলেন সকলের পিতা। ফাদার আছেন তো মাদারও অবশ্যই থাকবেন। মাদার ব্যতীত ক্রিয়েট করা সম্ভব নয়। শুধু এই কথা কেউ জানে না যে ক্রিয়েট করেন কিভাবে ? দ্বিতীয় কথা হল - নিজেদের মধ্যে সবাই হল ভাই বোন। তৃতীয়তঃ - সৃষ্টি রচনা অবশ্যই পিতা করেছেন। আমরা সন্তান ছিলাম, পুনরায় এখন হয়েছি। ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে আবার মাতা-পিতার শরণে এসেছি। ভক্তি মার্গে যার গায়ন আছে। মাতা-পিতা সৃষ্টি রচনা করেন, তাঁর সন্তান হলে নিশ্চয়ই অগাধ সুখের প্রাপ্তি হবে। এইসব কেউ জানেনা যে পরমাত্মা আমাদের মাতা-পিতাও হয়ে থাকেন। টিচারও হয়ে থাকেন, সদ্গুরুও হন।

আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই বোন হই। বলাও হয় ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাদেরও রচনা করেন তিনি। অগাধ সুখের প্রাপ্তির জন্যে মাতা-পিতার কাছে রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। অগাধ সুখের প্রাপ্তি তখন হয় যখন আমরা দুঃখে থাকি, এমন নয় যে ভবিষ্যতে সুখের সময়ে এসে শিক্ষা দেবেন। যখন আমরা দুঃখে থাকি, তখন আমাদের সুখের জগতে প্রবেশ করার শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । তিনিই হলেন মাতা পিতা, এসে সুখ প্রদান করেন। অ্যাডম এবং ইভ তো সুপ্রসিদ্ধ। তারাও অবশ্যই ভগবানের সন্তান ছিলেন। তাহলে ভগবান বা গড কে ?

এ কথা বাচ্চারা তো জানে যে বাবা যে নলেজ প্রদান করেন সেইটি হল সব ধর্মের মানুষদের জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মায়া ভূত বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে যুক্ত করতে দেয়না, আরও বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাবা এসে ভূতকে পরাজিত করতে শেখান। আজকাল দুনিয়ায় রিদ্ধি-সিদ্ধি সম্পন্ন এমন অনেকেই আছে। এটি হল ভূতের দুনিয়া। কাম বিকার রূপী ভূত একে অপরকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয়। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া হল ভূতের কাজ। সত্যযুগে ভূত থাকেনা। সুতরাং এই কথাও বোঝানো হয়েছে, ঘোস্ট নামটি বাইবেলে আছে। রাবণ অর্থাৎ ঘোস্ট বা ভূত, এটি হল ভূতের রাজ্য। সত্যযুগে রাম রাজ্যে ভূত থাকেনা। সেখানে থাকে অসীম সুখ।

ওম্ নমঃ শিবায় গানটি হলো খুব ভালো। শিব হলেন মাতা-পিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে মাতা পিতা বলা হবেনা। শিবকেই ফাদার বলা হবে। অ্যাডম -ইভ অর্থাৎ ব্রহ্মা -সরস্বতী এখানে আছেন। খ্রিস্টানরা গড ফাদারের কাছে প্রার্থনা করে। এই ভারত তো হল মাতা পিতার গ্রাম। তাঁদের জন্ম-ই হয় এখানে। অতএব বোঝাতে হবে তোমরা মাতা পিতা গায়ন করে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হলে, তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। তিনি তো অ্যাডপ্ট করেন। সরস্বতীও অ্যাডপ্ট হয়েছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অ্যাডপ্ট করেছেন, তবে তো এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার -কুমারী

আছে। শিববাবা অ্যাডপ্ট করাতে থাকেন। নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার দ্বারা-ই হয়। বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। কিন্তু সম্পূর্ণ তো বোঝায়না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন - এই শিবায় নমঃ গানটি সর্বত্র বাজাও। আমরা মাতা-পিতার সন্তান হই কিভাবে ? বসে সেসব বোঝাও। ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হয়েছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময়, পুনরায় সত্যযুগ স্থাপনা করা হচ্ছে। বুদ্ধিতে ধারণা করতে হবে। নলেজ খুব সহজ। মায়ার ঝড় জ্ঞান - যোগে স্থির থাকতে দেয়না। বুদ্ধি ঘুরে যায়। সর্বদা বোঝাতে হবে ভগবান রচয়িতা হলেন সবার এক, ফাদার তো সবাই বলবে তাইনা। তিনি হলেন নিরাকার জন্ম-মরণ রহিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্ম দেহ আছে। মানুষ ৮৪ জন্ম এখানেই গ্রহণ করে, সূক্ষ্ম বতনে নয়। তোমরা জানো আমরা মাতা পিতার সন্তান। আমরা সন্তানরা হলাম নতুন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো কত প্রজা হবে ? নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করেছিলেন। ব্রহ্মাকে বহু ভুজাধারী দেখানো হয়, অর্থ তো কিছু বোঝেনা। যে সব চিত্র গুলি আছে অথবা শাস্ত্র ইত্যাদি আছে - এই সবই হল ড্রামার উপর আধারিত। একসময় ব্রহ্মার দিন ছিল, তারপর ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়েছে, সেটি চলে আসছে। এই রাজযোগ বাবা এসে শেখান। সে কথা স্মরণে থাকা উচিত।

বলা হয় যে - জ্ঞানের মনন-চিন্তন করলে নেশা চড়ে । কিন্তু বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে । এখানে তো অনেকের বুদ্ধিযোগ বাইরে ঘুরতে থাকে। পুরানো দুনিয়ার আত্মীয় স্বজন স্মরণে থাকে বা দেহ অভিমানে ফেঁসে থাকে। একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়। আরে, যোগযুক্ত হয়ে থাকলে ব্যথা কমে যাবে। যোগ না করলে রোগ মুক্ত হবে কিভাবে ? স্মরণে থাকা চাই - মাতা-পিতা, যাঁরা নম্বর ওয়ান পবিত্র হয়, তাঁদের সবচেয়ে বেশি নীচে পতন হয়। তাঁদের কর্মভোগও বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগে থাকার জন্য রোগ মিটতে থাকে। নাহলে এঁদের সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগবলের দ্বারা দুঃখ দূর হয় এবং অনেক খুশীতে থাকে - বাবার কাছে আমরা স্বর্গের অসীম সুখ প্রাপ্ত করি। অনেক বাচ্চারা নিজেদের আত্মা ভাবেনা। সারাদিন দেহবোধে থাকে।

বাবা এসে জ্ঞানের টিকলু টিকলু শেখান অর্থাৎ জ্ঞান মনন করে দান করতে শেখান। সুতরাং তোমাদের জ্ঞান রূপী বুলবুল পাখি হতে হবে। বাইরে খুব ভালো ছোট কন্যারা জ্ঞানের টিকলু টিকলু করে । ভীষ্ম পিতামহ কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। ছোট বাচ্চাদেরকেও তৈরী করতে হবে। ছোট বাচ্চারা লৌকিক এবং পারলৌকিক মাতা-পিতাকে শো করায় অর্থাৎ মাতা পিতাকে সকলের সামনে প্রত্যক্ষ করায় । তার ফলেই তো ইহলোক-পরলোক মহিমান্বিত হয়, তাইনা ! তাই লৌকিক মাতা পিতাকেও জ্ঞানে আনতে হবে। সেসবও তোমরা দেখবে যে, ছোট ছোট কন্যারা মা-বাবাকে জ্ঞানে আনবে। কুমারীদের সম্মান আছে। কুমারীদের সবাই নমন করে। শিব শক্তি সেনা-য় সবাই হল কুমারী। যদিও মাতারা আছে কিন্তু তাদেরও কুমারী বলা হয়, তাইনা ! অনেক ভালো ভালো কুমারীরা থাকবে। ছোট ছোট কন্যারাই বিশাল শো' বা প্রদর্শন করবে। কোনো কোনো ছোট কন্যারা খুব ভালো সেবা করে । কিন্তু কারো কারো মোহও অনেক থাকে। এই মোহ হল খুব খারাপ। এও হল এক ভূত, বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। মায়া ভূতের কাজ হল পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে বিমুখ করা।

এই ওম্ নমঃ শিবায় গানটি সব থেকে ভালো গান। এর মধ্যেই কথা গুলো আছে - তুমি হলে মাতা পিতা ....। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাধে-কৃষ্ণের মন্দিরে যুগল মূর্তি দেখানো হয়। গীতায় কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধার নাম নেই। কৃষ্ণের মহিমা হল আলাদা - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ...., শিবের মহিমা আলাদা। কত মহিমা গায়ন হয় শিবের আরতিতে। অর্থ কিছুই বোঝেনা। পূজা করে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে । তোমরা জানো মাম্মা-বাবা এবং আমরা ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি পূজারী হয়েছি। বর্তমানে এসে আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। তাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কর্ম ভোগও আছে, যা যোগ দ্বারা মেটাতে হবে। দেহ-অভিমানকে ভাঙতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে খুব খুশীতে থাকতে হবে। মাতা পিতার কাছে আমরা গহন সুখ প্রাপ্ত করি। এই ব্রহ্মা বলবেন - বাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা আমার দেহ রূপী রথ লোনে নিয়েছেন। এবার বাবা এই রথের খেয়াল তো রাখবেন। প্রথমে ভাবতাম - আমি আত্মা এই রথকে খাওয়াই। এটা তো রথ - তাইনা। এখন বলা হবে এই রথকে তিনিই খাওয়ান। এই রথের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে, তাই ঘোড়াকে হাত দিয়ে খাওয়ান, কখনও পিঠে হাত বোলায় । খুব খেয়াল রাখে, কারণ ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে। বাবা এই রথে বসে যাত্রা করেন, তাহলে বাবা খেয়াল রাখবেন না, এমন হয় ? বাবা যখন স্নান করেন তখন ভাবেন আমিও স্নান করছি, বাবাকেও করাতে হয় কারণ তিনি এই রথ লোনে নিয়েছেন। শিববাবা বলেন আমিও তোমার শরীরকে স্নান করাই, খাওয়াই। আমি খাইনা, শরীরকে খাওয়াই। বাবা খাওয়ান, নিজে খান না। এইসব বিভিন্ন রকম চিন্তা মনের মধ্যে চলতে থাকে - স্নানের সময়, ঘুরে বেড়ানোর সময়। এইসব তো অনুভবের কথা, তাই না ! বাবা নিজেই বলেন - অনেক

জন্মের শেষ জন্মে প্রবেশ করি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) নিজের জন্ম গুলি জানেন না, আমি (শিববাবা) জানি। তোমরা বলো পুনরায় বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সত্যযুগে তো রাজা , প্রজা ইত্যাদি সবাই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে বাবার কাছে বর্সা নেওয়ার জন্য। এখন না নিলে কল্প কল্প মিস করতে হবে, উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। এ হল জন্ম জন্মান্তরের বাজি, তো কতখানি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। কল্প কল্প নিমিত্ত হব আমরা। কল্প-কল্প উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। কল্প কল্পের জন্য এই পড়াশোনা। এতেই খুব একাগ্র থাকতে হবে। ৭ দিনের কোর্স করে নিজের লক্ষ্যকে বুঝে নিয়ে তারপর ঘরে বসেও মুরলী পড়া যায়। বাবা খুবই সহজ করে দেন। ড্রামা তো বুদ্ধিতে থাকা চাই, তাই না !

একেই ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বলা হয়। তো যেখানেই যাও না কেন, তা সেটা আমেরিকাই হোক না কেন, বাবার থেকে বর্সা নিতে পারো। শুধু সাত দিনের কোর্স করে ধারণা পাকা করে যাও। ভগবানের বাচ্চারা তো হলে ভাই বোন, তাই না ! প্রজাপিতা হলেন ব্রহ্মা - তাই তাঁর সব সন্তানরা হল ভাই বোন । অবশ্য গৃহস্থে থেকে নিজেদের মধ্যে ভাই বোন রূপে থাকলে পবিত্র থাকতে পারবে। খুব সহজ। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে মায়া রূপী ঘোস্ট-এর (ভূতের) হাত থেকে রক্ষা করতে জ্ঞান-যোগে তৎপর থাকতে হবে। মোহ রূপী ভূতকে ত্যাগ করে বাবাকে শো করাতে হবে। জ্ঞানের টিকলু টিকলু করতে (জ্ঞানের গান গাইতে) হবে)।

২) পড়াশোনায় সম্পূর্ণ একাগ্র হয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কল্প কল্পের এই বাজি কোনো মতে হারানো চলবে না।

বরদানঃ- সময় অনুযায়ী রূপ-বসন্ত অর্থাৎ জ্ঞানী ও যোগী তু আত্মা হওয়া স্ব শাসক ভব

যে স্ব শাসক সে যখন ইচ্ছে রূপ হয়ে যায়, আবার যখন ইচ্ছে বসন্ত হয়ে যায়। দুটি স্থিতিই সেকেণ্ডে তৈরী করে নিতে পারে। এমন নয় যে হতে চাইছে রূপ আর স্মরণ আসছে জ্ঞানের কথা। সেকেণ্ডেরও কম সময়ে যেন ফুলস্টপ লেগে যায় । পাওয়ারফুল ব্রেকের কাজ হলো যেখানে ব্রেক লাগাতে চাও, সেখানে লাগবে। এরজন্য প্র্যাক্টিস করো যে, যে সময়ে যে বিধির দ্বারা যেখানে মন-বুদ্ধি লাগাতে চাও, সেখানেই যোগযুক্ত হয়ে যাবে। এইরকম কন্ট্রোলিং বা রুলিং পাওয়ার থাকবে।

স্লোগানঃ- শান্তিদূত হল সে, যে হট্টগোল করা আত্মাকেও শান্তির উপহার প্রদান করে।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য

“মনুষ্যাত্মাদের পরমাত্মার প্রতি প্রার্থনা আর প্রাপ্তি”

তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক (সন্তান) তোমার, তোমার কৃপাতেই গহন সুখ অনুভূত হয়..... এই মহিমা কাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়েছে ? অবশ্যই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে গায়ন করা হয়েছে। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং মাতা পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অসীম সুখ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই পরমাত্মা কোনো সময়ে সুখের সৃষ্টি তৈরি করেছিলেন, তাই তো ওঁনাকে মাতা পিতা বলা হয়। কিন্তু মানুষ তো সেসব জানেনা যে সুখ কি জিনিস? যখন এই সৃষ্টিতে অসীম সুখ ছিল তখন সৃষ্টিতে শান্তি ছিল, কিন্তু এখন সেই সুখ নেই। যদিও মানুষের ইচ্ছা থাকে সেই সুখ প্রাপ্তির, তখন কেউ ধন সম্পদ চায়, কেউ সন্তান চায়, কেউ আবার এমনও চায় যে আমি যেন পতিব্রতা নারী হই, সদা সৌভাগ্যবতী হই, ইচ্ছা তো সুখেরই থাকে, তাই না ! অতএব পরমাত্মা কোনো সময়ে তাদের ইচ্ছা তো অবশ্যই পূরণ করবেন। তাই সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টিতে স্বর্গ থাকে তখন সদা সুখ থাকে, যেখানে স্ত্রী কখনও বিধবা হয়না অর্থাৎ সেই ইচ্ছা সত্যযুগে পূর্ণ হয় যেখানে অপার সুখ থাকে। বাকি এই সময় তো হলো কলিযুগ। এই সময়ে মানুষ তো দুঃখই ভোগ করে। আচ্ছা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;